ভূতের মেয়ে নীলাবতী

শফীউদ্দীন সরদার

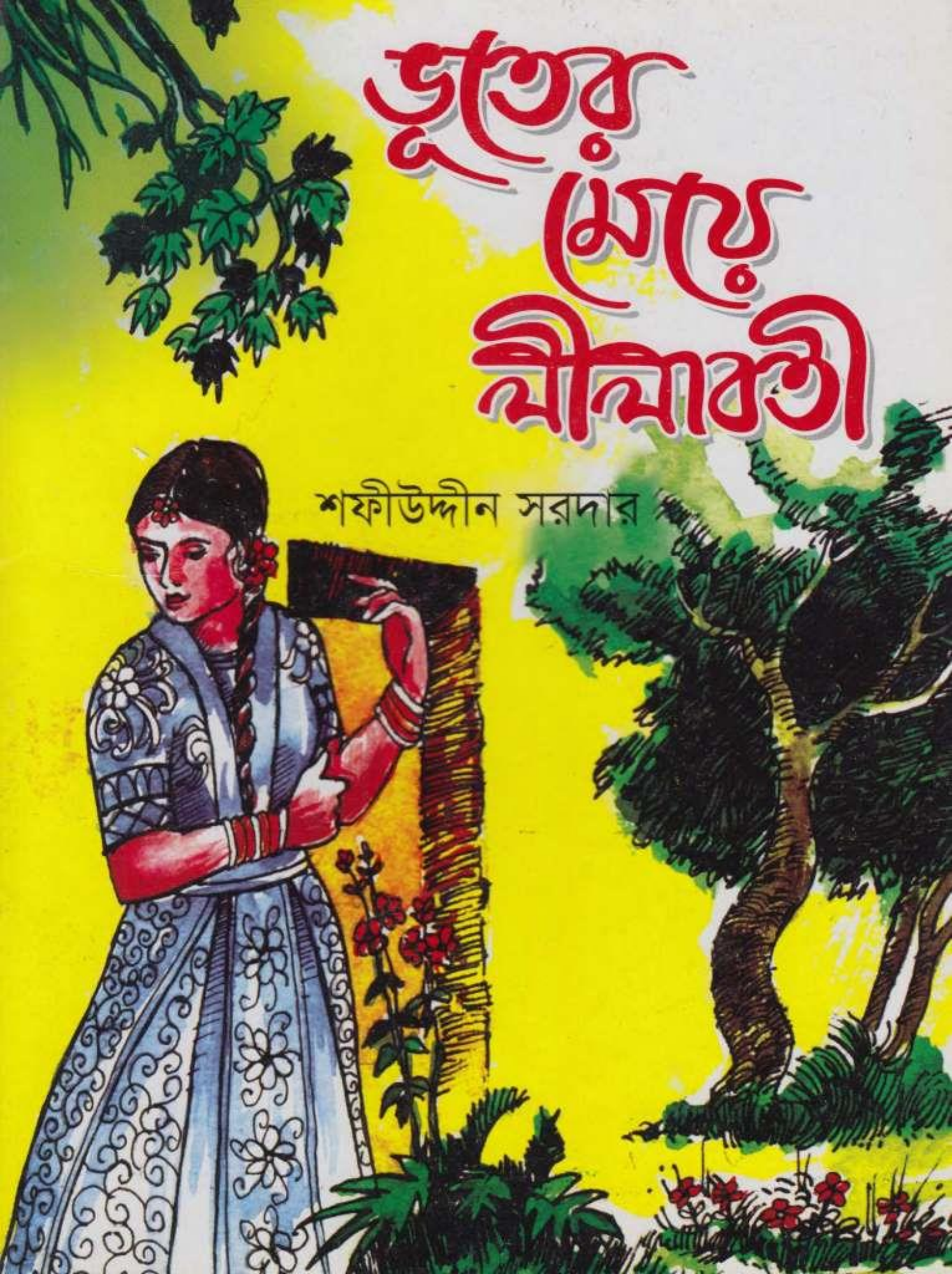

ভূতের মেয়ে লীলাবতী

শফীউদ্দীন সরদার

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩৭৪ (শিশু-৮)

১ম প্রকাশ
একুশে বই মেলা ২০০৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ রোমেল

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

ভূতের মেয়ে লীলাবতী

মস্ত এক রাজবাড়ী। রাজবাড়ীর পাশেই বিশাল এক তালগাছ। সেই তালগাছে বাস করে এক ভূত আর এক ভূতনী। ভূতটা বর ভূতনীটা বউ। এরা চুরি করে খায়। তাই এদের নাম হয়েছে চোরা-চুন্নী। আর সব ভূতেরা ঘেন্না করে এদের। বলে, এরা ভূত জাতির কলংক। চুরি করে খায়, ছিঃ!

এ চোরা আর চুন্নী কিন্তু ভাত মাছ চুরি করে খায় না। এরা খায় মানুষের কচি কচি বাচ্চা। একেবারেই কচি। মায়ের পেট থেকে বেরিয়েই যে বাচ্চা কেঁদে উঠে, সেই বাচ্চা। দুইকান সব সময় খাড়া রাখে এরা। মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে কোথাও কোনো বাচ্চা কেঁদে উঠলেই এরা তা শুনতে পায়। অমনি বাচ্চাটাকে খাওয়ার বড় লোভ হয় এদের। টপ্ টপ্ করে পানি পড়ে জিব দিয়ে। তখনই চোরা-চুন্নী দুইজন ছুটে যায় বাচ্চাটাকে চুরি করে আনার জন্য।

চুরি করার কায়দাটাও যে সে কায়দা নয়। একেবারেই ভেল্কি বাজী। ছুঃমন্তর ছুঃ। বাচ্চাকে কোলের কাছে শোয়ায়ে মা একটু চোখ বুজলেই কম্ম কাবার। একপলকেই চুরি করা শেষ। বাচ্চাটা মেয়ে হলে চুন্নীটা তখনই বাচ্চার রূপ ধরে বিছানায় শোয় আর আসল বাচ্চাকে তুলে

www.pathagar.com

নিয়ে চোরাটা চলে যায় তাল গাছে। বাচ্চার মা কিছু বুঝতেই পারে না। চোখ মেললেই সে দেখতে পায়—বাচ্চাটা তার পাশেই শুয়ে আছে। এটা যে আসল বাচ্চা নয়, চুন্নীটা বাচ্চার রূপ ধরে শুয়ে আছে, মা তা বুঝবে কি করে ?

এর পরের ঘটনা আরো চমৎকার। একটা বেলা না যেতেই হাত পা খিচিয়ে দুই চোখ উল্টিয়ে মরে যায় বাচ্চাটা। মানে, বাচ্চার রূপ ধরে থাকা ঐ চুন্নীটা মরে যাওয়ার ভান করে। সবাই ভাবে অসুখ হয়েই মরে গেল বাচ্চাটা। এরপর বাচ্চাটাকে কবর দিয়ে এলেই ব্যস, চুন্নীকে আর পায় কে ? কবর থেকে বেরিয়ে সে ছুটে যায় তাল গাছে। আসল বাচ্চা নিয়ে চোরাটা তালগাছে বসে থাকে। চুন্নী ফিরে এলেই বর বউ দুজন মজা করে বাচ্চাটাকে খায়।

বাচ্চাটা ছেলে হলেও ঐ একই ব্যাপার। তখন চোরাটা বাচ্চার রূপ ধরে থাকে আর চুন্নীটা আসল বাচ্চা নিয়ে চলে আসে তালগাছে। ভূতের কাণ্ডতো! এদের বুদ্ধির শেষ নেই।

রাজবাড়ীর পাশে ঐ তালগাছে বসে চোরা-চুন্নী বর বউ চুরি করা বাচ্চা খায়, আর ঐ তালগাছেই ঘুমায়। প্রত্যেকবার তারা দূরের গাঁ থেকে কচি বাচ্চা চুরি করে আনে। হঠাৎ ঘটলো এক মজার ঘটনা। এবার রাজবাড়ীর ভেতরেই কেঁদে উঠলো এক কচি বাচ্চা। অনেকদিন পরে রাজরাণী এমাত্র একটা কন্যা সন্তান প্রসব করলেন রাজবাড়ীতে। কচি বাচ্চার কান্না শুনেই আনন্দে নেচে উঠলো চোরা আর চুন্নী। খাবারটা তাদের আজ একদম হাতের কাছে। খুশীতে ডগমগ তারা।

খুশী তারা হবেই তো। তারা যে আসলেই ভূত। পাড়া পড়শীর উপর কি কোনো দয়া আছে তাদের ? এরা যার গাছে থাকে, তার ঘাড়ই ভাংগে। রাজবাড়ীর পাশেই বাস করে তারা। রাজ বাড়ীর লোকেরা তাদের পড়শী। কিন্তু তাহলে কি হয় ? ভূতেরা কি ওসব কথা ভাবে ? রাজ বাড়ীর ভেতরে বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়েই ঐ কচি রাজকন্যাকে চুরি করে আনার জন্যে তারা ছুটে গেল সেখানে। চুন্নীটা রাজকন্যার রূপ ধরে মায়ের কাছে শুয়ে রইলো আর চোরাটা ঐ একইভাবে রাজকন্যাকে তুলে নিয়ে চলে এলো তালগাছে।

এরপর আবার ঐ একই ঘটনা। হাত পা খিচিয়ে দুইচোখ উল্টিয়ে মরে গেল রাজকন্যা। মানে, রাজকন্যার রূপধরে থাকা ঐ চুন্নীটা মরে গেল মিছেমিছি। মরা রাজকন্যাকে কবর দেয়ার পর কবর থেকে উঠে এলো চুন্নী। বাচ্চাটাকে খাওয়ার জন্যে তালগাছে এসে এঁটে সেটে বসলো।

কিন্তু বর বউ দুজন বাচ্চাটাকে খেতে গিয়েই ঘটলো আর এক ঘটনা। বাচ্চাটা ছিল দেখতে খুবই সুন্দর। সুন্দর তো হবেই। আসলেই যে সে একটা রাজকন্যা। টানা টানা চোখ, বাঁশীর মতো নাক, ছবির মতো ঠোঁট আর মুখ। আর গায়ের রং ঠিক যেন গনগনে আগুন। বাচ্চাটাকে ভাল করে দেখেই গলে গেল চুন্নীটার মন। চোরাকে সে সংগে সংগে বললো—না গো না, এ বাচ্চাকে আমরা খাবো না। এটাকে আমরা পালবো। শুনে চোরা তো অবাক। বললো—পালবে মানে ?

www.pathagar.com

চুন্নী বললো—আমাদের তো এতদিনেও কোনো ছেলে মেয়ে হলো না। এ সুন্দরী মেয়েটাকে আমাদের মেয়ে বানিয়ে একে আমরা পালাবো।

চোরা বললো।—কি পাগলের মতো যা-তা বলছো ? আমরা ভূত। তালগাছে থাকি। এটা তো মানুষের বাচ্চা। তালগাছে মানুষ পালবো কি করে ?

চুন্নী বললো—কি তোমার বুদ্ধি! তালগাছে পালবো কেন ? মানুষের ঘরে রেখেই একে আমরা পালবো। আমরা ভূত। কি-না পারি আমরা ?

চোরাটা আর কি করে। বায়না ধরেছে বউ । তার কথা না রাখলে কি রক্ষে আছে ? রাগ করে আর কথাই বলবে না বউ। এছাড়া সে ভেবে দেখলো, বউটা তো ঠিক কথাই বলেছে। তাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই। এটা তাদের মেয়ে হলে মন্দ কি ? চোরাটাও অবশেষে রাজী হয়ে গেল।

ব্যস! যে কথা সেই কাজ। রাজকন্যাকে কোলে নিয়ে তারা নেমে এলো গাছ থেকে। এরপর মানুষের রূপ ধরে চলে গেল গাঁয়ের মধ্যে। যেতে যেতে চুন্নী বললো—এক কাজ করতে হবে কিন্তু। যাদের কোনো ছেলে পুলে নেই তাদের কাছেই রেখে আমরা আমাদের এই মেয়েটাকে পালন করবো। যাদের ছেলেপুলে আছে তারা আমাদের মেয়েটার তেমন যত্ন নেবে না।

চোরা বললো—ঠিক ঠিক, ঠিক কথাই বলেছো। কিন্তু নানা গায়ে ঘুরে চোরা-চুন্নী দুজন হয়রান হয়ে গেল। বাচ্চা কাচ্চা না থাকা একটা বাড়ীও পেলোনা। ঘুরতে ঘুরতে এক বনের মধ্যে চলে এলো তারা। মস্তবড় বন। নাম বড় বন—বনে এসে দেখলে, এক কাঠুরিয়া আর তার বউ বাস করে সেখানে। তাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই।

এবার চোরা-চুন্নী দুজন মহাখুশী হলো। কাঠুরিয়াকে ডেকে বললো—এই যে শোন, আমাদের এ মেয়েটাকে তোমাদের বাড়ীতে রাখতে চাই আমরা। তোমরা একে রাখবে।

কাঠুরিয়া অবাক। বললো—আপনাদের মেয়েকে আমরা রাখবো মানে ?

চোরা বললো—আমাদের হয়ে তোমরা একে পালন করবে। আমরা মাঝে মাঝেই আসবো আর মেয়েটাকে দেখে যাবো।

কাঠুরিয়া বেজার হলো। বললো—তা কি করে হবে ? আমরা গরীব মানুষ। কাঠ খেটে খাই। দুই বেলার খাবারই আমাদের জোটেনা। আপনাদের মেয়েকে আমরা খেতে দেবো কোথা থেকে ?

চোরা এবার হেসে বললো—সে ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাদের। সব খরচ আমরা দেবো। বাচ্চার খরচ, তোমাদের খরচ, সবার খরচ। এত টাকা দেবো যে তোমাদের আর

www.pathagar.com

কোনো অভাব থাকবে না। কাঠ কাটতেও হবে না। আরামে বসে বসে খাবে আর আমাদের মেয়েটাকে যত্ন করে মানুষ করবে। কি রাজী ?

কাঠুরিয়াটা বললো—তা যদি দেন, তাহলে আর আপত্তি নেই। টাকা পেলে আপনাদের বাচ্চাকে যত্ন করেই মানুষ করবো আমরা।

পলকের মধ্যে চোরা এক কলসী টাকা এনে কাঠুরিয়ার কাছে রাখলো। বললো—এই নাও, আরো লাগলে আরো দেবো।

কলসীভরা টাকা দেখে কাঠুরিয়া আর কাঠুরিয়া বউ-এর সে কি আনন্দ। কাঠুরিয়া বউ দৌড়ে এসে বললো—দিন-দিন বাচ্চাটাকে দিন।

কাঠুরিয়া আবার থেমে গেল। বললো—কিন্তু হুজুর! আপনাদের তো অনেক টাকা। কোন অভাবই আপনাদের নেই। তবু মেয়েটাকে আমাদের কাছে রাখছেন কেন ?

এ কথায় চুন্নী বললো—সেটা তোমাদের জানার দরকার নেই। মাঝে মাঝে এসে আমরা আমাদের মেয়েকে দেখে যাবো আর যখন যত টাকা লাগে দিয়ে যাবো। এর বেশী জানতে চাইলে, টাকাও দেবোনা, মেয়েকেও তোমাদের কাছে রাখবো না।

টাকার লোভ বড় লোভ। এত টাকা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ভেবে কাঠুরিয়া তাড়াতাড়ি বললো—না না, আর কিছুই জানতে চাইবো না। আপনারা যা বলবেন, তাই শুনবো।

চুন্নী বললো—হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। তাহলে নাও এই বাচ্চা, আর আমরা যাই।

কাঠুরিয়ার বউয়ের কোলে বাচ্চাটাকে দিয়ে চোরা আর চুন্নী ফের চলে এলো তালগাছে। এরপর মাঝে মাঝেই চোরাচুন্নী দুইজন মানুষের রূপ ধরে কাঠুরিয়ার বাড়ীতে আসে, মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর যত্ন করে আর টাকা পয়সা দিয়ে যায়। একদিন কাঠুরিয়া চোরাকে বললো—আপনাদের মেয়ের নামটা তো বলেননি হুজুর ? মেয়ের নাম রেখেছেন কি ? চোরা এবার বোকা হয়ে গেল। মেয়ের তো কোনো নাম তারা রাখেনি। কিন্তু চুন্নীটা চালাক। মেয়ের নাম সে মনে মনে আগেই ঠিক করে রেখেছিল। তাই সে সংগে সংগে বললো—মেয়ের নাম লীলাবতী। রাজ কুমারী লীলাবতী।

শুনে কাঠুরিয়া আর কাঠুরিয়া বউ তাজ্জব। কাঠুরিয়াবউ বললো—ওমা সেকি ? রাজকুমারী ? আপনারা কি তাহলে রাজা মানুষ ?

চোখ গরম করে চুন্নী বললো—ফের বেশী জানতে চাইছো কেন ? আগেই যে বলেছি, বেশী জানতে চাইবে না ?

সে কথা মনে হতেই কাঠুরিয়া বউ ভয় পেয়ে বললো—আচ্ছা-আচ্ছা, আর জানতে চাইবো না।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো। রাজ কুমারী লীলাবতী দিনে দিনে বড় হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

বিয়ের বয়স হলো তার। বড় হয়ে উঠার সাথে সাথে রাজ কুমারীর রূপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বনটা গোটাই রোশনাই হয়ে উঠলো তার রূপে। রাজ কুমারী লীলাবতী যে পথে যায় সেই পথে আধাঁর আর থাকে না।

চারদিকে কেবলই আলো আর আলো।

মনের খুশীতে লীলাবতী বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। যেদিকে ইচ্ছে সে দিকে যায়। একদিন সে বেড়াতে বেড়াতে গভীর বনের মধ্যে চলে গেলো। সেখানে থাকতো এক বাঘ। বিরাট এক মানুষ খেকো বাঘ। মানুষের গন্ধ পেয়েই বাঘটা হালুম বলে লীলাবতীর সামনে এসে পড়লো। লীলাবতী আর করে কি? সে চমকে উঠে দৌড় দিলো পেছন দিকে। বাঘটাও তার পেছনে ছুটলো। কিন্তু মানুষ কি দৌড় দিয়ে বাঘের সাথে পারে? দুই তিন লাফে বাঘটা চলে এলো লীলাবতীর একদম কাছে। লীলাবতীকে ধরে ধরে আর কি? লীলাবতী ভাবলো, আর রক্ষে নেই। আজ বাঘের পেটেই যাবে সে। আর একটা লাফ দিলেই বাঘটা তার ঘাড়ে এসে পড়বে। দিশেহারা হয়ে সে "বাঁচাও-বাঁচাও" রবে চীৎকার দিয়ে উঠলো। চীৎকার দিয়েই সে অবাক হয়ে দেখে, বাঘটা।

তার পেছনে নেই। বাঘটা তখন শূন্যে লেজটা উপরে দিকে, মাথাটা নীচে কে যেন লেজ ধরে বাঘটাকে তুলে নিয়েছে শূন্যে। এরপরেই লেজ ধরে বাঘটাকে মারলো এক আছাড়। ব্যস, সংগে

www.pathagar.com

সঙ্গেই বাঘ খতম। পেট ফেটে বাঘটার নাড়িভূড়ি বেরিয়ে গেল আর তখনই মরে গেল বাঘটা লীলাবতী তাজ্জব! কে এই কাজটা করলো, সে কিছুই বুঝতে পারলো না।

পারবে কি করে ? এটা যে চোরাচুন্নীর কাজ। ভূত তো, তাই এদের শক্তির অভাব নেই। লীলাবতীর উপর চোরাচুন্নীর নজর সব সময়ই আছে। লীলাবতীর কোনো বিপদ হতে দেবেনা তারা।

সে যা-ই হোক, লীলাবতী আর সেখানে দাঁড়ালো না। ভীষণ ভয় পেয়ে সে ছুটে বাড়ীতে চলে গেল।

এরপর থেকে লীলাবতী আর গভীর বনে যায় না। বাড়ীর আশে পাশেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ফুল কুড়ায় আর মালা গাঁথে। তার তো কোনো সোনার গয়না নেই। ভাল শাড়ীও নেই। সে ফুলের মালা গলায় দেয়। গয়নার মতো করে ফুলের মালা হাতে আর কানে-কোমরে বাঁধে। তা দেখে কাঠুরিয়া বউ একদিন চুন্নীকে বললো—লীলাবতী বড় হয়েছে। তার ভাল কোনো শাড়ী গয়না নেই। ফুল কুড়ায় আর ফুলের মালা গলায় দেয়। এটা দেখে আমার দুঃখ হয়।

শুনে চুন্নী বললো—সে কি! সে কথা আগে বলোনি কেন ? মাঝে মাঝেই তো আমরা মেয়েকে দেখতে আসি। আমাদের মেয়ের শাড়ী গয়না থাকবে না, এটা কি কোনো কথা হলো ? ঠিক আছে, একটু পরেই সব এনে দিয়ে যাচ্ছি।

তখনই তালগাছে ফিরে এসে চুন্নী একটু ভাবলো। এরপর সে বাতাসের আকার ধারণ করে চলে এলো রাজবাড়ীতে আর রাজারানীর ঘরে এসে ঢুকলো। এ রাজরাণীই কিন্তু রাজকুমারী লীলাবতীর আসল মা। লীলাবতীর আসল মায়ের ঘরে ঢুকে মায়ের ভাল ভাল শাড়ী, দামী দামী গয়না আর অনেক দামী মুক্তোর মালাটা চুরি করে নিয়ে এলো। ভূতের কাণ্ডতো! সে সবাইকে দেখতে পেলো কিন্তু তাকে কেউই দেখতে পেলোনা।

শাড়ী গয়না নিয়ে চুন্নীটা ফের মানুষের রূপ ধরে কাঠুরিয়ার বাড়ীতে চলে এলো তখন। শাড়ী গয়না আর মুক্তোর মালাটা দেখে কাঠুরিয়া বর বউয়ের দুই চোখ ছানাবড়া ! এতদামী শাড়ী গয়না তারা জীবনেও দেখেনি। দিনেই ঝিলিক দিচ্ছে মুক্তোর মালাটা।

এ মালা গয়না আর শাড়ী যখন লীলাবতী পরলো, তখন কে বলবে সে মানুষের মেয়ে! নিজেই সে রূপবতী। তার উপর এ শাড়ী গয়না পরে রূপ তার এতই বেড়ে গেল যে, মনে হতে লাগলো—সে যেন পরীরাজ্যের রাজকন্যা। খুবই খুশী হলো লীলাবতী। খুশী হলো কাঠুরিয়া বর বউ আর চুন্নীটাও।

কিন্তু আবার আর এক বিপদ। দামী গয়না গায়ে থাকলে যে বিপদ হয়, সেই বিপদ। এ শাড়ী গয়না পরে লীলাবতী বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েই ডাকাতের হাতে পড়লো। পাশের গাঁয়ে ডাকাতি করার জন্যে একদল ডাকাত এই বনের মধ্যে এসে অপেক্ষায় ছিল। রাত হলেই

www.pathagar.com

ডাকাতি করতে যাবে তারা। লুটে আনবে সোনাদানা, টাকা পয়সা। লীলাবতীর গায়ে এত দামী গয়না দেখে লোভ কি আর তারা সামলাতে পারে ? "হারা-রা-রা" রবে ডাকাতেরা এসে ঘিরে ফেললো লীলাবতীকে। মুখে তাদের কালো কাপড়ের মুখোশ। হাতে তাদের ফালা, বল্লম, লাঠি, ছুরি, তলোয়ার, আরো কত কি !

লীলাবতী আঁতকে উঠে দৌড় দিতে চাইলো। কিন্তু এবার আর কোনদিকে দৌড় দেবে সে? তার সামনে পিছে, ডাইনে, বায়ে—সবদিকেই ডাকাত। দৌড় দিতে না পেরে সে দাঁড়িয়ে থেকে আবার "বাঁচাও-বাঁচও" বলে চিৎকার করতে লাগলো।

ঠিক এই সময়ই এক রাজপুত্র ঐ বনের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। চীৎকার শুনেই সে ছুটে এলো সেখানে। এসে দেখে, একটা মেয়ে ডাকাতের হাতে পড়েছে। আর যায় কোথায় ? অমনি সে তলোয়ার খুলে ডাকাতদের উপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। শুরু হলো যুদ্ধ। তুমুল যুদ্ধ। রাজপুত্র একা আর ডাকাতেরা তিরিশজন।

তালগাছে বসে চোরা আর চুন্নী সব কিছু দেখতে পেলো।

কিন্তু এবার আর তাদের কিছুই করতে হলো না। রাজপুত্রটি ছিল এক মস্তবড় বীর। সে ছিল ঘোড়ার উপর। তলোয়ারের ঘায়ে এক পলকেই সে সব ডাকাতের মাথা কেটে ফেললো।

www.pathagar.com

রাজকুমারী লীলাবতীর সব বিপদ দূর হলো। ধন্যবাদ জানানোর জন্যে লীলাবতী এবার এগিয়ে এলো রাজপুত্রের কাছে। কিন্তু রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়েই সে ভুলে গেল ধন্যবাদের কথা। যাবেইতো রাজপুত্র যে দেখতে খুবই সুন্দর।

এতই সুন্দর যে, লীলাবতীর মনে হলো ঠিক যেন স্বপন পুরীর রাজপুত্র। এত সুন্দর মুখ লীলাবতী আর কখনো দেখেনি।

রাজপুত্রেরও ঠিক ঐ একই দশা হলো। লীলাবতীর মতো এত সুন্দরী মেয়ে সেও আর কখনো দেখেনি। দুজন দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। এরপর রাজপুত্র লীলাবতীকে বললো—কে তুমি ? তোমার নাম কি ?

লীলাবতী বললো—আমার নাম লীলাবতী। এই বনেই আমদের বাড়ী। তুমি কে ?

রাজপুত্র বললো—আমি সুনামগড়ের রাজপুত্র। আমার নাম ফুলকুমার।

এরপর আবার তারা নীরব। চেয়ে চেয়ে দুজন দুজনকে দেখছে আর দেখছে। কেউ সরে যেতে চাইছে না। অবশেষে রাজপুত্র বললো—তুমি রাজী থাকলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

লীলাবতী খুশী হয়ে বললো—আমি রাজী।

কিন্তু সব আশা দুরাশা। তাদের সেই খুশীর বিয়েটা আর হলো না। ফুলকুমারের বাপ খোঁজ নিয়ে জানলেন, মেয়েটা একটা কাঠুরিয়ার মেয়ে। এটা জেনেই ফুলকুমারের বাপ ভয়নাক রেগে গেলেন। রেগে বললেন—অসম্ভব! রাজপুত্রের বিয়ে হবে রাজকন্যার সাথে। কাঠুরিয়ার মেয়ের সাথে রাজপুত্রের বিয়ে কখনো হতে পারে না। কখনই না।

ফুলকুমার বাপের অনেক হাতে পায়ে ধরলো। কিন্তু বাপ একদম অনড়। কিছুতেই রাজী হলেন না।

বিয়েটা হবেনা শুনে লীলাবতী খুবই দুঃখিত হলো। তার মনের আনন্দ ফুরিয়ে গেল। ভাল করে খায় না, বাড়ীর বাইরেও যায় না। দিনরাত কেবলই ফুলকুমারের কথা ভাবে আর ঘরে বসে কাঁদে। ফুলকুমারও লীলাবতীর চিন্তায় নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিল। শরীর তার শুকিয়ে যেতে লাগলো। কোনো কাজেই আর মন নেই তার। আধপাগলের মতো সে শুধুই পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

যেতে লাগলো দিন। দিনের পর দিন । দিন বসে রইলো না। ইতিমধ্যে এদিকে রাজরাণী, মানে লীলাবতীর আসল মা মস্তবড় বিপদে পড়ে গেলেন। এক বৃষ্টির দিনে তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বাজ পড়ে তার দুই চোখ নষ্ট হয়ে গেল। তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। অনেক ডাক্তার-কোব্‌রেজ চিকিৎসা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রাজরাণী অন্ধ হয়েই রইলেন। শেষে একদিন এক ভিক্ষুক এসে বললো—দূরে ঐ বড়বনের ওপারে এক দরবেশ বসে

www.pathagar.com

থাকে। খুবই নামকরা দরবেশ। তিনি যদি ঝাড় ফুঁক দেন, তাহলে রাণীমার দুচোখ ভাল হয়ে যাবে। আবার তিনি দেখতে পাবেন।

অগত্যা তাই সই। পালকীতে করে রাজরাণীকে দরবেশের কাছে পাঠানো হলো। দরবেশও অনেক ঝাড় ফুঁক দিলেন। কিন্তু কিছুই হলো না। দরবেশ এবার গণনায় বসলেন। গণনা করে উঠে রাজরাণীকে বললেন—না মা, আপনার চোখ ভাল হওয়ার ওষুধ এ দুনিয়ায় নেই। একমাত্র আপনার নিজের মেয়ে যদি আপনার চোখ মুছিয়ে দেয়, তাহলেই আপনার চোখ ভাল হয়ে যাবে। তা না হলে নয়।

রাজরাণী কেঁদে উঠে বললেন—কিন্তু আমার তো কোনো মেয়ে নেই।

দরবেশ বললেন—তবুও গণনায় আমি তাই পাচ্ছি। কাজেই আমার আর কিছুই করার নেই। আপনি এখন যান।

রাণী আর করেন কি ? কাঁদতে কাঁদতে ফের তিনি বাড়ীর পথ ধরলেন। বনের মধ্যে দিয়ে পথ। বনটা পার হতে না হতেই রাণীর ভীষণ পানির পিপাসা হলো। অনেক চোখের পানি ফেলেছেন তো ! তাই এতই পিপাসা হলো যে রাণীর প্রাণ আর বাঁচে না। তাঁর পালকীটা তখন ঐ কাঠুরিয়ার বাড়ীর পাশে এসেছে।

www.pathagar.com

রাণীর এক দাসী বললো—রাণী মা, সামনেই একটা বাড়ী দেখতে পাচ্ছি। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই পানি পাওয়া যাবে।

শুনে রাণী বললেন—তাহলে ঐ বাড়ীতেই আমাকে নিয়ে চলো। শিগ্‌গির।

রাণীর হাত ধরে দাসীটা রাণীকে ঐ কাঠুরিয়ার বাড়ীর ভেতরে নিয়ে এলো। রাজরাণী পিপাসায় ভীষণ কাতর দেখে কাঠুরিয়া বউ তাড়াতাড়ি এক জগ পানি এনে দিলো। রাণী এক চুমুকে জগের অর্ধেকটা পানি খেয়ে জগটা রেখে দিলেন। কাঠুরিয়া বউয়ের সাথে লীলাবতীও রাজরাণীর কাছে এসেছিল। অন্ধরানীর দুই চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে দেখে লীলাবতীর খুব মায়া হলো। সে জগ থেকে কিছুটা পানি নিয়ে রাণীর দুই চোখে ছিটিয়ে দিলো। এরপর আঁচল দিয়ে রাণীর দুই চোখ মুছে দিলো।

সাথে সাথেই অবাক কাণ্ড। তখনই রাণীর দুই চোখ ভাল হয়ে গেল। আগের মতোই তিনি সব কিছু সুন্দরভাবে দেখতে পেতে লাগলেন। লীলাবতী তাঁর সামনেই ছিল। লীলাবতীর দিকে চেয়েই তিনি আরো তাজ্জবের উপর তাজ্জব হয়ে গেলেন। রাজরাণী দেখলেন, তার চুরি যাওয়া শাড়ী-গয়না লীলাবতীর গায়ে। এমনকি. তাঁর মুক্তোর মালাটাও লীলাবতীর গলায়!

এটা সম্ভব হলো কি করে আর মেয়েটি তাঁর চোখ মুছে দেয়ার সাথে সাথে তাঁর দুই চোখ ভাল হয়ে গেল কি কারণে? এসব ভাবতে গিয়ে রাণী দিশেহারা হয়ে গেলেন। তাঁর তো কোনো মেয়ে নেই। একটাই ছিলো, কিন্তু জন্মের একদিন পরেই সে মারা গেছে। তাহলে তাঁর মেয়ে এলো কোথা থেকে? দরবেশের ও কথার মানে কি? রাণী ভাবছে আর ভাবছে।

ভাবতে ভাবতে রাণীর হুঁশবুদ্ধি সব হারিয়ে গেল। একদম বোবা হয়ে গেলেন তিনি। শুধুই ফ্যাল ফ্যাল করে সবার দিকে চেয়ে রইলেন। মুখ থেকে আর কোনো কথাই বেরোলো না।

অনেক সময় কেটে গেল। তবুও রাণীর মুখে আর কোনো কথাই ফুটলো না। দাসীটা আর করে কি? রাণীকে ধরে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি পালকীতে ফিরে এলো। পালকীর বাহকদের বললো—খুব তাড়াতাড়ি আমাদের রাজবাড়ীতে পৌঁছে দাও। রাণীমা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

পালকী ফের রওয়ানা হলো। ঘটনা কি—তা লীলাবতী, কাঠুরিয়া আর কাঠুরিয়া বউ, কেউ কিছুই বুঝতে পারলো না।

রাজবাড়ীতে ফিরে আসার পর রাজরাণী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। দুই একটা করে কথাও বলতে লাগলেন। কিন্তু ভাবনা তাঁর আর গেলোনা। কেবলই ভাবতে লাগলেন, কি অসম্ভব ব্যাপার! মেয়েটি কে? মেয়েটি তাঁর চোখ মুছে দিতেই তার চোখ ভাল হয়ে গেল।—এর মানে কি? তাঁর শাড়ী গয়নাইবা মেয়েটি পেলো কোথায়? ওদিকে আবার দরবেশ যে বললেন, তাঁর নিজের মেয়ে চোখ মুছে দিলেই তবেই চোখ তাঁর ভাল হবে? ওটা তো কাঠুরিয়ার মেয়ে!

www.pathagar.com

কাউকে কিছু না বলে রাজরানী নিজে নিজেই ভাবতে লাগলেন এসব কথা। রাণীর চোখ ভাল হয়ে গেছে শুনে রাজা খুব খুশী হলেন। ভাবলেন, দরবেশের ঝাড়াফুঁকেই ভাল হয়েছে রাণীর চোখ।

যে দাসী রাণীর সাথে গিয়েছিল সেও ঐ একই কথা ভাবলো। লীলাবতী চোখ মুছে দেয়ার জন্যে যে রাণীর চোখ ভাল হলো, দাসীটাও এটা বুঝতে পারলো না। দাসীটাও ভাবলো, দরবেশের দোয়াতেই ভালো হলো রাণীর চোখ।

কিন্তু দাসীটা আবার আর এক কাণ্ড ঘটালো। রাজরাণীর শাড়ী-গয়না লীলাবতীর গায়ে ছিল, এটা দাসীটাও দেখেছিল। তাই এক ফাঁকে এসে সে রাজাকে বললো—মহারাজ রাণীমার চুরি যাওয়া শাড়ী গয়নার খবর পাওয়া গেছে। রাণীমার মুক্তোর মালাটাও দেখে এলাম।

শুনে রাজা অবাক। বললেন—কোথায় দেখে এলে ?

দাসী বললো—ঐ বড়বনের মধ্যে কাঠুরিয়ার বাড়ীতে দেখলাম, কাঠুরিয়ার মেয়েটা ঐ শাড়ী-গয়না পরে আছে। মুক্তোর মালাটাও দেখলাম ঐ মেয়েটার গলায়।

অনেক খুঁজেও মহারাজ এতদিন চোর ধরতে পারেননি। সে জন্যে রাজার মনে খুব রাগ ছিল। দাসীর কথা শুনেই তিনি সিপাইদের বললেন—যাও, বড়বনের ঐ কাঠুরিয়া, কাঠুরিয়া বউ আর তাদের মেয়েকে এক্ষুণি ধরে আনো। চুরি করার সাধ তাদের মিটিয়ে দেবো আমি।

যে হুকুম সেই কাজ। সিপাইরা তখনই গিয়ে কাঠুরিয়া, কাঠুরিয়া বউ আর তাদের মেয়ে লীলাবতীকে বেঁধে নিয়ে এলো। এবং রাজ দরবারে হাজির করলো।

লীলাবতীর দিকে তাকিয়ে রাজা দেখলেন, দাসীর কথা একদম ঠিক। শাড়ী-গয়না-মালা সবই মেয়েটির গায়ে। রাজার রাগ তখন দেখে কে ? ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে তিনি কাঠুরিয়াকে বললেন—এ ব্যাটা চোর! তোমার মেয়ের গায়ের ঐ শাড়ী-গয়না কোথায় পেলে তুমি ?

সিপাইরা গিয়ে বেঁধে আনার জন্যে কাঠুরিয়াটা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে কাঁপতে কাঁপতে বললো—হুজুর আমি চোর নই।

রাজা ধমক দিয়ে বললেন—চোপ! ব্যাটা তোমার এতবড় সাহস! আমার রাজমহলে ঢুকে চুরি করার পরও বলছো চোর নও ? এখনই তোমাকে শূলে চড়াবো। তার আগে বলো, কি করে আমার মহলে ঢুকলে আর ওসব চুরি করে নিয়ে গেলে ?

কাঠুরিয়া আর কাঠুরিয়া বউ দুহাত জোড় করে বললো—দোহাই মহারাজ ! আমরা চুরি করিনি। আমরা চোর নই।

রাজা বললেন—ফের বলছো চুরি করোনি ? তাহলে ঐসব শাড়ী গয়না পেলে কোথায় ?

কাঠুরিয়া বললো—এই মেয়ের মানে এই লীলাবতীর বাপ-মা'ই ওসব দিয়ে গেছে হুজুর!

রাজা তাজ্জব হয়ে বললেন—বাপ-মা মানে, তোমরা ওর বাপ মা নও ?

www.pathagar.com

কাঠুরিয়া বললো—জি-না মহারাজ। এই লীলাবতীর বাপ-মা খুব শিশুকালে লীলাবতীকে আমাদের কাছে দিয়ে যায় আর আমাদের পালন করতে বলে। সেই থেকে লীলাবতীকে আমরা পালন করছি হুজুর!

রাজা বললেন—বটে! চোর তাহলে ঐ লীলাবতীর আসল বাপ-মা ?

কাঠুরিয়া বললো—জি হুজুর ! চুরি করলে, তারাই করেছে। রাজা বললেন—তাহলে বলো, তাদের নাম কি ?

কাঠুরিয়া ভয়ে ভয়ে বললো—নাম তো জানিনে হুজুর ।

রাজা বললেন—জানো না ? বাড়ী কোথায় তাদের ? কাঠুরিয়া বললো—তাও জানি না মহারাজ।

জানবে কি করে ? চোরাচুন্নীরা তো এসব কিছু তাদের বলেনি। কিন্তু তাতে কি হবে ? এ কথা শুনে রাজা এবং রাজ দরবারের পাত্রমিত্র লোকলস্কর সবাই ক্ষেপে গেল। রাজা চোখ গরম করে বললেন—তাও জানো না ?

রাজার পাশেই ছিলেন মন্ত্রী। মন্ত্রী সাহেব লাফিয়ে উঠে বললেন—অসম্ভব! শিশুকাল থেকে যাদের মেয়েকে এই ব্যাটারা পালন করছে, তাদের নাম জানে না, বাড়ী কোথায় তাও জানেনা, এটা কি কখনো হতে পারে ? চুরির দোষ ঢাকার জন্যে এ ব্যাটা চালাকী শুরু করেছে মহারাজ। একটা মিথ্যা গল্প খাড়া করেছে। এই ব্যাটারাই আসল চোর। ঐ কাঠুরিয়া বউও এই চুরির সাথে আছে।

রাজা বললেন—ঠিক-ঠিক। আর কোনো সন্দেহ নেই। চোরদের এখনই আমি উচিত শিক্ষা দেবো।

—বলেই তিনি জল্লাদকে ডেকে বললেন—যাও। এ কাঠুরিয়া আর তার বউকে নিয়ে গিয়ে এখনই শুলে তুলে দাও। এক্ষুণি শূলে তুলে দিয়ে এদের হত্যা করো। যাও—

জল্লাদ এসে কাঠুরিয়া আর কাঠুরিয়া বউকে আরো শক্ত করে বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। কাঠুরিয়া-আর কাঠুরিয়ার বউ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলতে লাগলো—দোহাই ধর্ম! দোহাই মহারাজ! আমরা চুরি করি নি! আমরা চোর নই! আমাদের প্রাণে মারবেন না!

তালগাছে বসে চোরা-চুন্নী বরবউ সবকিছু দেখছিল। নির্দোষ দুজন লোকের প্রাণনাশ হচ্ছে দেখে তারা আর স্থির থাকতে পারলো না। তখনই তারা শাঁ করে উড়ে এলো রাজ দরবারে। মানুষের রূপধরে জল্লাদকে বাধা দিয়ে বললো—দাঁড়াও, ওদের নিয়ে যেওনা। ওরা দোষী নয়, দোষী আমরা।

শুনে সকলেই অবাক। রাজা বললেন—তোমরা দোষী মানে ? তোমরা কে ?

www.pathagar.com

চোরা বললো—আমরা মানুষ নই। আমরা ভূত। রাজা চমকে উঠে বললেন—এ্যাঁ ভূত!!

চোরা বললো—হ্যাঁ আমার নাম চোরা-আর আমার এই বউয়ের নাম চুন্নী।

ভূতের নাম শুনেই দরবারের সবাই থর থর করে কাঁপতে লাগলো। রাজা বললেন—সত্যি তোমরা ভূত! সত্যি বলছো ? চোরা বললো—সত্যি নয়তো কি মিথ্যা ? মিথ্যা বলবো কার ভয়ে ? আমরা ভূত। আমরা কি আপনাদের ভয় করি। ইচ্ছে করলে এখনই আপনাদের ঘাড় মটকিয়ে দিতে পারি।

ভূতের মতো চোখ করে চোরা কট্‌মট্ করে তাকালো। রাজা ভয়ে ভয়ে বললেন—এ্যাঁ—সেকি !

চোরা বললো—এখন শুনুন। শুধু আপনাদের ঐ শাড়ী-গয়না নয়। আপনাদের মেয়েকেও শিশুকালে আমরাই চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

এদিকে লীলাবতীকে রাজ দরবারে আনা হয়েছে শুনে রাজরাণীও ছুটে রাজ দরবারে এসেছিলেন। চোরার কথা শুনে রাজরাণী আকুল কণ্ঠে বললেন—এ্যাঁ তোমরাই আমার মেয়েকে চুরি করেছিলে ?

এবার চুন্নী বললো—হ্যাঁ মহারাণী!" আপনার মেয়ের জন্ম হওয়ার একদিন পরেই আমরা চুরি করে নিয়ে যাই।

এরপর কেমন করে চুরি করেছিলো সে কথা রাজরাণীকে খুলে বললো চুন্নী। বললো—যাকে মরা দেখেছিলেন, সেটা আপনার মেয়ে নয়। আমিই আপনার মেয়ের রূপ ধারণ করে আপনার মেয়ের বিছানায় শুয়েছিলাম। আর মরার ভান করেছিলাম।

শুনে রাজরাণী আরো আকুল কণ্ঠে বললেন—সে কি! তাহলে কি করেছো তোমরা আমার মেয়েকে ? কোথায় আমার সেই মেয়ে ?

চোরা বললো—এ লীলাবতীই আপনার সেই মেয়ে মহারাণী। দরবেশ ঠিক কথাই বলেছিলেন। আপনার মেয়ে আপনার চোখ মুছে দিয়েছিল বলেই চোখ আপনার ভাল হয়ে গেছে।

রাণী অস্থির হয়ে বললেন—আমার মেয়ে। এই মেয়ে আমার মেয়ে ?

চুন্নী বললো—হ্যাঁ মহারাণী। জন্মের পরের দিনই আপনার মেয়েকে খাওয়ার জন্যে আমরা চুরি করে নিয়ে যাই। কিন্তু আপনার মেয়ের মুখ দেখে খাওয়া আর হয় না। তাকে পালন করার সখ হয় আমাদের। তাই এ কাঠুরিয়ার বাড়ীতে রেখে একে আমরা পালন করছি। আপনার শাড়ী-গয়না আমিই চুরি করে নিয়ে গিয়ে একে দিয়েছি।

রাজরাণী কেঁদে উঠে বললেন—সে কি ! আমার মেয়েকে তাহলে ফেরত দাও তোমরা। দোহাই তোমাদের !

www.pathagar.com

চুন্নী বললো—ফিরিয়ে দেয়ার জন্যেই আমরা এখানে এসেছি মহারাণী। নির্দোষ এ কাঠুরিয়াদের প্রাণ যাচ্ছে দেখে আর আপনার দুঃখ দেখে আমরাও ভীষণ দুঃখ পেয়েছি। আমরা ভূত, গাছে গাছে থাকি। আপনার মেয়ে বড় হয়েছে। তাকে রেখে আর আমরা কি করবো ? মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে, জামাই হবে, বাচ্চা কাচ্চা হবে। এতোগুলো মানুষকে আমরা পালন করবো কেমন করে। গাছের উপর তো তাদের পালন করতে পারবো না। তাই আপনার মেয়েকে আপনি এখন ফেরত নিন। তাকে বিয়ে দিন, আর জামাই-মেয়ে নিয়ে সুখে ঘর সংসার করুন।

রাণী বললেন—কিন্তু তোমরা যদি আবার আমার মেয়ের দিকে হাত বাড়াও ? চোরা বললো—না-না, আমরা আর আপনার মেয়ের কোনো বিপদ ঘটাবো না। বরং মেয়ের কোনো বিপদ হলে আমরাই তাকে সবসময় রক্ষে করবো। এখন আমরা যাই—বলেই মানুষের রূপ ধরে থাকা চোরা চুন্নী ওখানেই মিলিয়ে গেল। রাজা ও রাজ দরবারের সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে রইলো সেইদিকে।

এরপরের ঘটনা কেবলই আনন্দের। মেয়েকে ফেরত পেয়ে রাজা ও রাজরাণীর সেকি আনন্দ। তাঁরা দৌড়ে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আদর সোহাগ করতে লাগলেন। সেই সাথে নির্দোষ কাঠুরিয়াদের কেবল মুক্তিই দিলেন না, অনেক ধনদৌলত দিয়ে তাদের বিদেয় করলেন।

ওদিকে লীলাবতীর পরিচয় পেয়ে চমকে গেলেন সুনামগড়ের রাজা, অর্থাৎ রাজপুত্র ফুলকুমারের বাপ লীলাবতী কাঠুরিয়ার মেয়ে নয়, সে রাজকন্যা। লীলাবতীর বাপ ফুল কুমারের বাপের চেয়েও অনেক বড় রাজা। এ খবর পেয়েই ফুল কুমারের বাপ লীলাবতীর বাপের কাছে ছুটে এলেন। আগে বিয়েতে বাধা দেয়ার জন্যে তিনি দু হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন লীলাবতীর বাপের কাছে। এরপর লীলাবতীর বাপ রাজী হলে ফুলকুমারের বাপ ধুমধাম করে ফুলকুমারের বিয়ে দিলেন লীলাবতীর সাথে।

ফুলকুমার আর লীলাবতীর আনন্দ তখন আর ধরে না।

www.pathagar.com

মানুষ-খেকো দৈত্য

ভয়ংকর এক দৈত্য। মানুষ-খেকো দৈত্য। রাক্ষসে মানুষ খায়। এ দৈত্যটা মানুষতো খায়ই, রাক্ষসকেও খায়। কি ভীষণ এই দৈত্যটার চেহারা। বিরাট তার মাথা। বিশাল তার মুখ। কোদালের চেয়েও চওড়া চওড়া দাঁত। কুলোর চেয়েও বড় বড় কান। মুগুরে মতো মোটা মোটা মাথায় দুটো শিং। নৌকার মতো পেট আর পিলারের মতো পা। হাতের আঙ্গুলগুলোও সরু নয়। বোম্বাই মূলার মতো মোটা। নখগুলো কাঁস্তের মতো বাঁকা আর ধারালো। সব মিলে সাংঘাতিক এক চেহারা। দেখলোই বুক কেঁপে উঠে।

এ বিশাল দৈত্যটা যেমনই ভয়ংকর তেমনই পাজী। ভীষণ তার রাগ আর জব্বোর তার ক্ষুধা। খাঁই খাঁই করতেই থাকে সবসময়। খাবার পেতে দেরী হলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে চুলোর মতো গোল গোল তার দুই চোখ। রাগে গরগর করে তখন। বনজঙ্গল ঘরবাড়ী যা কিছু সামনে পায় তাই ভেংগে চুরমার করে ফেলে। আর সেকি তার খাওয়া! দশ দশটা মানুষ দিয়ে নাস্তা করে সকালে। বিকেলের নাস্তাতেও দশ দশটা মানুষ চাই আবার। দুপুরে খায় জোয়ান জোয়ান

www.pathagar.com

এক কুড়ি মানুষ। রাতের খাওয়ার বেলাতেও কমতি নেই কিছু। বিশ বাইশ টা মানুষ খেতে না পারলে, রাতটা তার কাটে না। যে গাঁয়ে ঢুকে পড়ে সে গাঁয়ের আর রক্ষে নেই কারো। এক পলকে সবাইকে ধরে এক জায়গায় জড়ো করে আর খেতে থাকে কোঁৎ কোঁৎ করে। যেমনই আহার তেমনই তার হজম শক্তি। খাওয়ার দেড় দুই ঘন্টার মধ্যেই সবকিছু হজম করে ফেলে। এরপরেই তার খাঁই খাঁই শুরু হয় আবার।

রাজ্যের পর রাজ্যের মানুষ সাবাড় করে এসে দৈত্যটা এবার বীরগঞ্জে ঢুকে পড়লো। বিশাল রাজ্য বীরগঞ্জ। বীরগঞ্জের রাজা খুবই শক্তিশালী রাজা। যেসব রাজার রাজ্য দৈত্যটা উজাড় করে এসেছে, সেসব রাজার চেয়ে বীরগঞ্জের রাজা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী। অনেক তাঁর লোক-লস্কর। বিরাট তার সৈন্য বাহিনী। দৈত্যটা এসে বীরগঞ্জের লোক খাওয়া শুরু করলেই প্রজারা পড়িমরি ছুটে এলো রাজার কাছে। রাজাকে তারা বললো—রক্ষে করুন হুজুর, রক্ষে করুন। আপনার প্রজারা সব ফুরিয়ে গেল হুজুর। ভয়ংকর এক দৈত্য এসে সব মানুষ খেয়ে ফেলছে গপাগপ্।

রাজা শুনে তাজ্জব। বললেন—কি যা-তা বলছো ? দৈত্য এসে খেয়ে ফেলছে মানে ? দৈত্য মানুষ খায় ?

প্রজারা বললো—জি হুজুর। এটা মানুষ-খেকো দৈত্য। রাক্ষসের চেয়েও ভয়ংকর। রাক্ষস দিনে একটা কি দুটো মানুষ খায়। আর এ দৈত্যটা দৈনিক খায় ষাট্ ষাটটা মানুষ। কখনো বা তারও বেশী। এ হারে মানুষ খেয়ে ফেললে রাজ্যের সব মানুষ ফুরিয়ে যাবে হুজুর। তার আগেই যা হয় একটা কিছু করুন। সব মানুষ ফুরিয়ে গেলে, আপনাকেও খেয়ে ফেলবে গপ্ করে।

রাজা এবার হুংকার দিয়ে উঠলেন। বললেন—আরে থামো ! যত্তসব ভীত লোক! দৈত্য তো ঐ একটা। ঐ একটা তুচ্ছ দৈত্যের কি সাধ্য আছে যে আমাকে ধরে খায় ? দৈত্যের গোটা একটা বাহিনীকেও আমি পরোয়া করি নাকি। তোমরা যাও। ঐ দৈত্যটাকে এখনই ধরে এনে টুকরো করে ফেলবো।

প্রজাদের বিদায় করে দিয়ে রাজা তাঁর সেনাপতিকে বললেন—এখনই কয়েকজন সৈন্য পাঠিয়ে দাও। ঐ যে দৈত্য, না ফত্য, কি এক ব্যাটা এসেছে, ওকে বেঁধে নিয়ে আসুক।

একদল সৈন্য তখনই ছুটে গেল দেত্যটাকে বাঁধতে। দৈত্যটা অবাক। তাকে দেখলেই সব মানুষ ছুটে পালায় আর এরা আসছে তার কাছেই দৈত্যটা মহাখুশী। সৈন্যরা এসে তলোয়ার খুলে দৈত্যটাকে ঘিরে ধরতেই বিশ বাইশটা সৈন্য ধরে কোঁৎ কোঁৎ করে খেয়ে ফেললো দৈত্যটা। বাকীগুলো দৈত্যের গায়ে তলোয়ারের খোঁচা দিতেই দৈত্যটা এমন এক পায়ের বাড়ি মারলো যে, সবাই তারা আকাশে উড়ে উঠে কোথায় গিয়ে পড়লো, তার আর কোনোই হদিস রইলো না।

www.pathagar.com

খবর শুনে সেনাপতি তখনই আবার গোটা একটা সৈন্য বাহিনী পাঠালেন। কিন্তু তাদেরও ঐ একই দশা হলো। দৈত্যটার চড়-লাথি খেয়ে কে কোথায় হারিয়ে গেল, আর খুঁজেই পাওয়া গেল না।

শুনে সবাই অবাক। আবার গর্জে উঠলেন রাজা। সেনাপতিকে বললেন—কি, ঐ একটা জানোয়ারের এতটা দাপট ! আমার যত সেনা সৈন্য আছে সবাইকে নিয়ে নিজে তুমি রওনা হও এখনই। মরা হোক, তাজা হোক, ঐ ব্যাটাকে ধরে আনা চাই-ই। যাও—

রাজার যত সেনা সৈন্য ছিল সবগুলোকে নিয়ে মার মার রবে ছুটে গেল সেনাপতি। কিন্তু গেলে কি হয় ? আসলেই যে ঐ ভয়ংকর দৈত্যের সামনে রাজার এসব সেনা সৈন্য একেবারেই খড়-কুটো। কয়েকটাকে তখনই গপ্‌গপ্ করে গিলে ফেলে, দৈত্যটা রাজার সৈন্য বাহিনীর অর্ধেকটাকে উড়িয়ে দিলো চড়-থাপ্‌পড় মেরে আর অর্ধেকটাকে পিষে ফেললো পায়ের তলে। সেনাপতিও মারা গেল দৈত্যটার পায়ের তলে পড়ে। রাজার যত সেনা সৈন্য ছিল, সব শেষ হয়ে গেল।

রাজা এখন বড়ই অসহায়। সেনা সৈন্য নেই। তাঁকে আর বাঁচাবে কে ? ভয়ে কাঁপতে লাগলেন রাজা। এ সময় আবার প্রজারা এসে বললো—আর কারো রেহাই নেই হুজুর। দৈত্যটা ক্ষেপে গিয়ে বিশটাকে খাচ্ছে তো একশোটাকে অমনি অমনি আছড়িয়ে মারছে। আমরাও বাঁচবো না, আপনিও আর বাঁচবেন না। যা হয় কিছু করুন।

কি আর করবেন রাজা ? তাঁর কি আর সৈন্য বাহিনী আছে ? অনেক চিন্তা করার পর তিনি রাজ্যময় ঢোল পিটে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ দৈত্যটাকে যে লোক হত্যা করতে পারবে, তার সাথে রাজা তাঁর সুন্দরী কন্যা স্বপ্নার বিয়ে দেবেন। ভাল মন্দ কিছুই দেখবেন না। যে হত্যা করতে ইচ্ছুক, সে এসে শিগগির রাজার সাথে দেখা করুক।

রাজকন্যা স্বপ্না শুধুই সুন্দরী নয়, এত বেশী সুন্দরী যে, তাকে বিয়ে করতে দেশ বিদেশের অনেকেই খুবই ইচ্ছুক। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই তো হয় না। শক্তি থাকা চাই। ঐ দৈত্যটাকে মারতে হবে শুনে, সকলের কলিজা শুকিয়ে গেল। রাজকন্যাকে বিয়ে করার সাধ কারোই আর রইলো না।

পনের দিন পার হয়ে গেল। তবু একটা লোকও রাজার কাছে এলো না দেখে, রাজা খুবই চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, এখন উপায় কি তাহলে ? কেমন করে প্রজাদের তিনি বাঁচাবেন ? রাজ সভায় বসে রাজা এসব কথাই ভাবছেন।

এ সময় একটা ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে এসে রাজ দরবারে হাজির হলো আর মানুষের ভাষায় বললো—আমার সাথে যদি রাজকন্যা স্বপ্নার বিয়ে দেন, তাহলে ঐ দৈত্যটাকে আমি হত্যা করবো।

www.pathagar.com

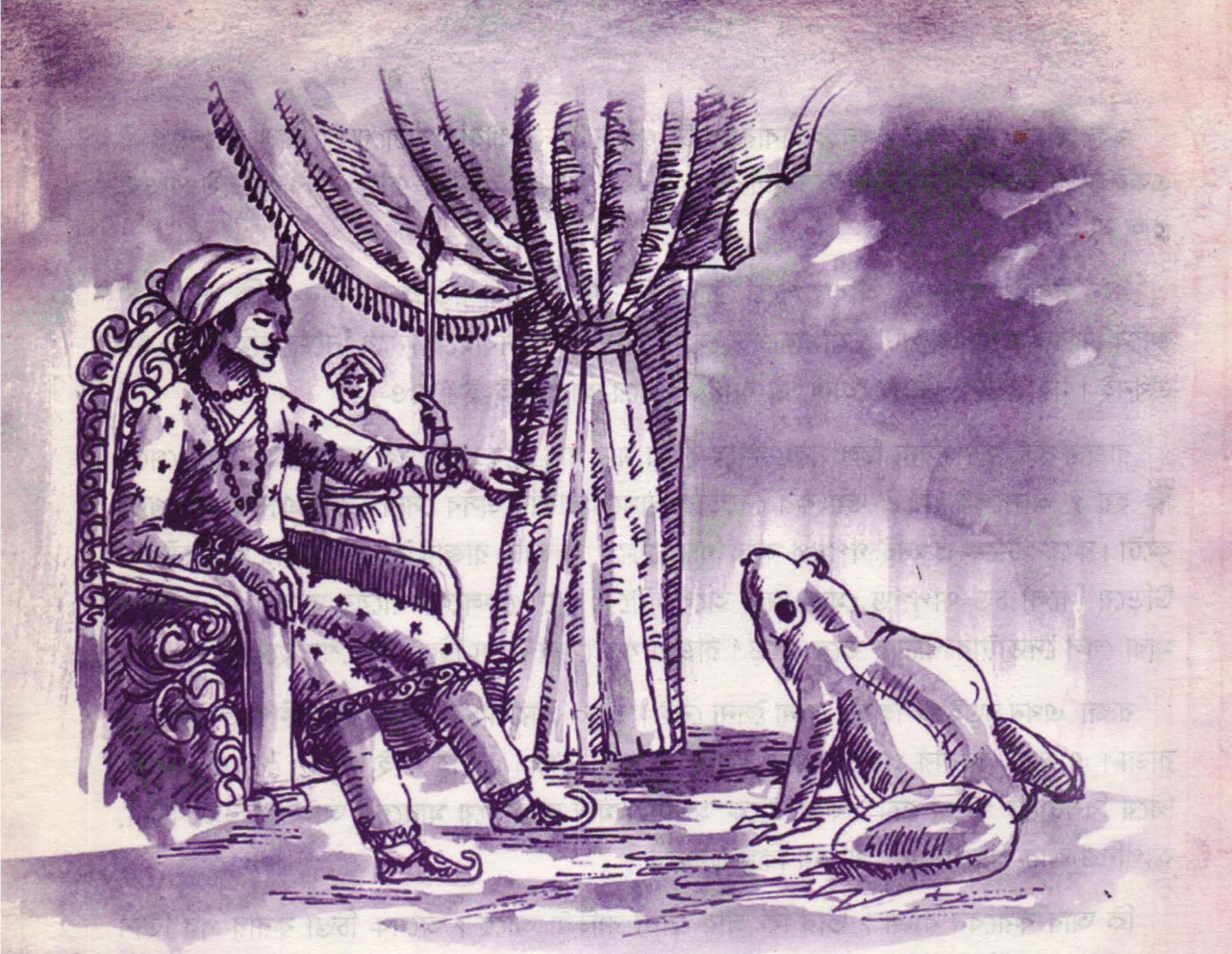

ব্যাঙটা মানুষের মতো কথা বলছে দেখে রাজ দরবারে সবাই অবাক হলো। কিন্তু তার কথা শুনে দরবারের সবাই আবার হেসে উঠলো হো-হো করে। তাঁরা বললেন-কত হাতীঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল ? তুমিতো ভেড়াও নও তুচ্ছ একটা ব্যাঙ! তুমি দৈত্য মারবে কি ? সামনে তো যেতেই পারবে না।

ব্যাঙটা বললো—সেটা আমি দেখবো। রাজকন্যাকে রাজাবাহাদুর আমার হাতে দেবেন কিনা সেইটেই আগে শুনি।

রাজা শুনে একদম আগুন। বললেন—কি, একটা ব্যাঙের সাথে বিয়ে দেবো মেয়ের ? দৈত্যের হাতে মরবো তবু তুচ্ছ একটা ব্যাঙের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবো না। দূর হ, দূর হ আমার সামনে থেকে।

ব্যাঙটা ফের বললো—ভেবে দেখুন মহারাজ। শুধু আপনি একা নন, আপনার স্ত্রী, কন্যা, পরিবার আর রাজ্যের সকল লোক ঐ দৈত্যের পেটে চলে যাবে। তার চেয়ে আমার কথায় রাজী হয়ে যান।

www.pathagar.com

রাজার মন্ত্রী বললো—আরে এই ব্যাটা ডোবার ব্যাঙ, রাজা বাহাদুর রাজী হলেও রাজকন্যা তোকে বিয়ে করতে রাজী হবেন কেন ? তিনি তো গলায় দড়ি দেবেন তার আগেই।

ব্যাঙ বললো—সেটাও আমি দেখবো। রাজাবাহাদুর রাজী আছেন কিনা, তাই আগে বলুন।

রাজা সংগে সংগে লাফিয়ে উঠে বললেন—এই, কে আছিস ? লাথি মেরে এই ব্যাঙটাকে বের করে দে দরবার থেকে।

রাজার সেনা সৈন্য তো নেই। ছিল কয়েকজন প্রহরী। তাদের একজন এসে লাথি মারলো ব্যাঙটাকে। কিন্তু ব্যাঙটা যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেল। লাথি মারার সাথে সাথে প্রহরীটা ছিটকে একদম দরবারের বাইরে গিয়ে পড়লো।

দেখে সবাই অবাক ! তাঁরা চেয়ে রইলেন ফ্যাল ফ্যাল করে। ব্যাঙটা এরপর দরবার থেকে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

দরবারের অনেকেই এবার ফিস্ ফিস্ করে বললেন—আজব ব্যাপার তো ! ব্যাঙটার সত্যিই তো শক্তি আছে ভীষণ। মহারাজের রাজী হওয়া উচিত ছিল। রাজ্যের সব মানুষের প্রাণ যাচ্ছে যেখানে, সেখানে মহারাজের রাজী না হওয়াটা ঠিক হলো না।

একথা শুনে মন্ত্রী আবার বললেন—আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন ? মহারাজ রাজী হলেই বা হবে কি ? রাজ কন্যা তো জান গেলেও ঐ একটা ব্যাঙকে বিয়ে করতে চাইবেন না।

কিন্তু আসল ঘটনাটা কেউ জানে না। ঐ ব্যাঙটা আসলেই ব্যাঙ নয়। সে একটা রাজপুত্র। দিনের বেলা ব্যাঙ হয়ে থাকে। রাতের বেলা কিছুক্ষণের জন্যে রাজপুত্রটা তার নিজের চেহারা ফিরে পায়।

তাহলে ব্যাপারটা কি ? রাজপুত্র ব্যাঙ হলো কি করে ? ব্যাপারটা হলো, আল্লাহ ভক্ত একজন দরবেশের উপদেশ অমান্য করার এটা পরিনাম। রাজপুত্র আলমচাঁদ একটা বড় রাজ্যের রাজ পুত্র। খুবই সৎ আর ধার্মিক ছেলে। যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার জন্যে বিদেশ যাওয়ার পথে এই দরবেশের সাথে আলম চাঁদের দেখা। দরবেশটা আলম চাঁদের সাথী হয়। দুইজন একসাথে পথ চলতে থাকে। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পথ। ধূ-ধূ মরুভূমি। বালী আর বালী। গাছপালা কিছুই নেই। মাথার উপর রোদ। রোদ তো নয়, কেবলই আগুন। সেই আগুনে ভাজা বালীর উপর দিয়ে তাদের পথ। আলম চাঁদের সাথে খাবারও আছে, পানি আছে। দরবেশটার সাথে কিছুই নেই। পথ চলতে চলতে দরবেশটা বার বার ক্ষুধায় আর পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। নিজে না খেয়ে থেকে আলমচাঁদ তার সব খাবার আর সব পানি দরবেশকে খাওয়ায়। এর পরেও দরবেশটা আবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ে। তার আর চলার শক্তি থাকে না। আলম চাঁদকে সে চলে যেতে বলে। কিন্তু ধূ ধূ মরুভূমির মধ্যে সাথীকে ফেলে রেখে আলমচাঁদ যায় না। না খেয়ে থাকার জন্যে আলমচাঁদও তখন খুব দুর্বল। তবু দরবেশটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আলমচাঁদ পথ

www.pathagar.com

চলতে থাকে। বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়ে তবু আবার চলতে থাকে। দরবেশকে কাঁধ থেকে নামায় না।

এবার হেসে উঠে দরবেশ। হাসিমুখে বলে—সাব্বাস বেটা। আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম। পরীক্ষায় তুমি খুবই সুন্দর ভাবে পাশ করেছো। যাও, বাড়ী ফিরে যাও। আর তোমাকে বিদেশ যেতে হবে না।

আলমচাঁদ বলে—কিন্তু আমার যুদ্ধ বিদ্যা ?

আলমচাঁদের মাথায় হাত রেখে বিড় বিড় করে কিছুক্ষণ দোয়া পড়ে দরবেশ। এরপর মাথায় ফুঁ দিয়ে বলে—যাও, আর-যুদ্ধ শেখার দরকার নেই। তোমার মধ্যে এখন এমন শক্তি এসে গেছে যে, মানুষ তো মানুষ, ভূৎ-প্রেত দেও-দত্যিও এখন তোমার কাছে তেলাপোকা। সবাইকে পায়ের তলে পিষে মারতে পারবে তুমি।

আলম চাঁদ খুবই খুশী হয়। দরবেশ আবার বলে—কিন্তু একটা কথা তোমাকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে। অত্যাচারীকে আমি মোটেই পসন্দ করিনে। তোমার এখন ভয়ানক শক্তি হয়ে গেছে। যদি কখনো কাউকে বিনা দোষে হত্যা করো, তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ হয়ে যাবে। শক্তি তোমার যতই থাক, তখন আর কেউ তোমাকে সম্মান করবে না। সবাই দূর-দূর করবে।

আলমচাঁদ কেঁপে উঠে বলে—একি দুঃখের কথা শুনালেন হুজুর। মানুষ মাত্রই ভুল হয়। আমি যদি ভুল করে হত্যা করি কাউকে ?

দরবেশ বলে-ভুল করে হত্যা করলে, মধ্যরাতে একঘন্টার জন্যে মানুষের চেহারা ফিরে পাবে। এরপর সব সময় তুমি ব্যাঙ।

আলমচাঁদ এবার কাঁদতে কাঁদতে বলে—সেকি ! আমার কি তখন মুক্তির কোনো পথ নেই ?

দরবেশ বলে—মুক্তির একটা পথই আছে। ব্যাঙ জেনেও যদি কোনো রাজকন্যা তোমাকে বিয়ে করতে চায় আর রাজাও ব্যাঙের সাথে বিয়ে দেন তাঁর মেয়ের, সেই মুহূর্তেই তুমি আবার মানুষ হয়ে যাবে। আর কখনো ব্যাঙ হতে হবে না। কিন্তু খেয়াল রেখো, জোর করে বিয়ে করলে চলবে না আর বিয়ের আগে বলতেও পারবে না যে, তুমি ব্যাঙ নও, রাজপুত্র। তাহলে আর মুক্তি তুমি পাবে না।

আলমচাঁদ ফের বলে—কিন্তু হুজুর, আর একটা কথা। তার পরে আবার যদি ভুল করে কাউকে হত্যা করি ?

দরবেশ বলে—তাতে কিছু হবে না। শাস্তিটা একবার হয়ে গেলে ফের আর হবে না। এখন চলো, তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিই।

www.pathagar.com

আলমচাঁদের হাত ধরে আকাশে উড়ে উঠে দরবেশ এবং আলম চাঁদকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে দরবেশটা মিলিয়ে যায়।

বাড়ীতে পৌঁছার পর কিছু দিন আলমচাঁদের ভালভাবেই কাটে। এরপরেই ঘটে যায় এ অঘটন। জংগলের মধ্যে এক কাঠুরিয়াকে খেতে আসে বাঘ। কাঠুরিয়াও কুড়োল হাতে রুখে দাঁড়ায়। বাঘ আর কাঠুরিয়ার মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তা দেখতে পেয়ে বাঘটাকে মারার জন্যে রাজপুত্র আলমচাঁদ বল্লম ছুড়ে মারে। কিন্তু আলমচাঁদের কপাল মন্দ! বল্লমটা বাঘটার গায়ে না লেগে কাঠুরিয়ার গায়ে লাগে আর নিরপরাধ কাঠুরিয়াটা মারা যায় তখনই।

আর রক্ষে আছে? আল্লাহওয়ালা দরবেশের কথা কি মিথ্যা হয়? নির্দোষ কাঠুরিয়াকে মারার জন্যে রাজপুত্র আলমচাঁদ সংগে সংগে ব্যাঙ হয়ে যায়। ইচ্ছে করে মারেনি, ভুল করে মেরেছে। তাই মধ্যরাতে এক ঘন্টার জন্যে মানুষের চেহারা ফিরে পায় আলমচাঁদ। তারপর দিনরাত সব সময় ব্যাঙ হয়ে থাকে। এই হলো রাজপুত্র আলম চাঁদের ব্যাঙ হওয়ার কাহিনী।

ব্যাঙ হওয়ার পর আলম চাঁদ ভাবতে লাগলো, কোনো রাজকন্যাকে বিয়ে করতে না পারলে তার মুক্তি নেই। কিন্তু বিপদে না পড়লে, ইচ্ছে করে কোনো রাজকন্যা বিয়ে করবে না তাকে। আর কোনো রাজাই তাঁর মেয়ের বিয়ে ব্যাঙের সাথে দেবেন না। এসব কথা ভেবে ভেবে যখন

www.pathagar.com

আলমচাঁদ দিশেহারা–ঠিক সেই সময় সে শুনতে পেলো বীরগঞ্জের রাজার ভীষণ বিপদ। বিরাট এক দৈত্য এসে খেয়ে ফেলছে তাঁর প্রজাদের। দৈত্যটাকে কেউ মারতে পারছে না। রাজা ঢোলপিটে দিয়েছে, যে মারতে পারবে, তার সাথেই রাজা তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন।

একথা শুনেই ব্যাঙরূপী রাজপুত্র আলমচাঁদ চলে এলো বীরগঞ্জে আর হাজির হলো রাজ দরবারে। কিন্তু বীরগঞ্জের রাজা ব্যাঙের সাথে মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দেবেন না বলে তাকে ঐভাবে অপমান করে বসলেন। প্রহরী ডেকে লাথি মেরে ব্যাঙটাকে তাড়িয়ে দিতে বললেন। কিন্তু লাথি দিতে এসে প্রহরীটাই ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়লো। এক কথায় রাজা রাজী হবে না বুঝে, ব্যাঙরূপী আলম চাঁদ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো দরবার থেকে।

দরবার থেকে বেরিয়ে এসে আলমচাঁদ ভেবে দেখলো, শুধু রাজা রাজী হলেই তো হবে না ব্যাঙকে বিয়ে করতে রাজকন্যারও রাজী থাকা চাই। রাজকন্যা রাজী না হলে তো বিয়েই হবে না। তাই সে ঠিক করলো, রাজকন্যার সাথে ভাব জমাতে হবে এখন। ভাবটা জমে গেলে তাকে রাজী করানো সহজ হবে।

যে কথা সেই কাজ। রাজকন্যার সাথে ভাব জমানোর জন্যে সে চলে এলো রাজকন্যার কাছে। ব্যাঙ রূপে নয়, মানুষ রূপে। চোখে ঘুম না আসায় রাজকন্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাদে। মাঝ রাত তখন। এক ঘন্টার জন্য আলম তখন মানুষ। রাজকন্যাকে ছাদের উপর একা একা দেখেই রাজপুত্র আলম এক লাফে ছাদের উপর উঠলো। লাফ দিয়ে তাকে ছাদে উঠতে দেখেই রাজকন্যা স্বপ্না ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। রাজপুত্র আলম তাকে সাহস দিয়ে বললো—ভয় নেই রাজকন্যা। আমি ডাকাত, দস্যু বা ভূত-প্রেত নই। আমি একজন রাজপুত্র। আমার নাম আলম চাঁদ। আলম নগরের রাজপুত্র আমি। তোমার সাথে আলাপ করতে এসেছি।

রাজকন্যা বললো—তাহলে এত উঁচু ছাদে তুমি এক লাফে উঠলে কি করে ?

রাজপুত্র বললো—শুধু এই ঘরের ছাদে কেন, এক লাফে আমি পাহাড়ের মাথাতেও উঠতে পারি। সে শক্তি আছে আমার।

শুনে রাজকুমারী অবাক। আরো অবাক হলো রাজপুত্রের রূপ দেখে। কি সুন্দর দেখতে এই রাজপুত্রটা। এত সুন্দর মানুষ রাজকন্যা স্বপ্না আর কখনো দেখেনি। দেখেই রাজপুত্রকে ভাল লাগলো স্বপ্নার। রাজপুত্রকে কাছে ডেকে নিয়ে সে গল্প জুড়ে দিলো।

কিছুক্ষণ গল্প করেই রাজপুত্র আলম ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কারণ সে জানে, এক ঘন্টা পার হলেই সে আবার ব্যাঙ হয়ে যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি বললো—আমি এখন যাই রাজকন্যা অনেক কাজ ফেলে এসেছি, এখন আমাকে যেতে হবে।

একথা শুনে রাজকন্যা দুঃখিত হলো। বললো—তাহলে কি আর দেখা হবে না ?

রাজপুত্র বললো—আমার অনেক কাজ। দৈনিক মাঝরাতে এক ঘন্টার জন্যে ছুটি পাই আমি। তুমি যদি দৈনিক মাঝরাতে এ ছাদে চলে আসো, তাহলে দৈনিকই দেখা হবে আমাদের।

www.pathagar.com

রাজকন্যা খুশী হয়ে বললো—ঠিক আছে। আমি তাই আসবে।

এরপর দৈনিক মাঝরাতে এক ঘন্টার জন্যে দুজনের মধ্যে আলাপ চলতে লাগলো। এ আলাপের মধ্যে দিয়েই দুজনের মধ্যে গভীর ভাব জমে উঠলো। রাজকন্যা স্বপ্না রাজপুত্র আলমকে ভীষণ ভালবেসে ফেললো। আলমকে বিয়ে করার জন্য স্বপ্না একদম পাগল হয়ে উঠলো।

এদিকে স্বপ্নার বাপের বীরগঞ্জ রাজ্যটা এখন যায় যায় আরকি। আবার একদল প্রজা এসে কেঁদে পড়লো রাজার সামনে। তারা বললো—হুজুর রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশী লোক ঐ দৈত্যের পেটে চলে গেছে। এখন আমাদেরও যেতে হবে। দয়া করে আমাদের বাঁচান হুজুর।

মস্তবড় মুসিবতে পড়ে গেলেন রাজা। প্রজারা কিছুতেই থামে না দেখে তিনি বললেন। আচ্ছা তোমরা যাও। আমি দেখি কি করা যায়।

প্রজাদের কোনো মতে বিদায় করে দিলেন। কিন্তু কি করবেন তিনি ? কি করার আর সাধ্য আছে তার ? দরবারে বসে থেকে হা হুতাশ করতে লাগলেন কেবলই।

এই সময় দরবারে আবার ঐ ব্যাঙ, মানে ব্যাঙের রূপ নিয়ে রাজপুত্র আলম এসে হাজির হলো। ব্যাঙ হয়ে এসে সে বললো—এখনো ভেবে দেখুন মহারাজ আর কিন্তু বেশী দেরী নেই। আপনাকে আর আপনার দরারের এ লোকজন সবাইকে শিগগিরই দৈত্যের পেটে যেতে হবে।

একথা শুনে কেঁপে উঠলেন দরবারের সকল লোক। তারা ভেবে দেখলেন কথাটা পুরোপুরি সত্যি। আর রেহাই নেই তাদের। তারা এবার তাই রাজাকে বললেন—দোহাই মহারাজ! আর চিন্তা করবেন না। এ ব্যাঙের কথায় রাজী হয়ে যান।

রাজা হতাশভাবে বললেন—রাজী হয়েই বা কি করবো ? এ একটা ব্যাঙ ঐ ভীষণ দৈত্যটাকে মারতে পারবে, এটা আপনারা বিশ্বাস করেন ?

দরবারের লোকেরা বললেন—পারতেও তো পারে হুজুর! কার মধ্যে কি আছে, কে বলতে পারে ? সাহস করেছে যখন, তখন দেখাই যাক—কি হয়। আপনী রাজী হয়ে যান।

রাজা তবু আপত্তি করে বললেন—তা কি করে হয় ? ব্যাঙের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলে কি মুখ থাকবে আমার ?

দরবারের লোকেরা এবার ক্ষেপে গিয়ে বললেন—জানটাই থাকছে না যেখানে, সেখানে মুখ রেখে কি করবেন ! জান বাঁচানোর জন্যে মানুষ কত কঠিন কঠিন কাজ করে। সে তুলনায় ব্যাঙের হাতে মেয়ে দেয়াতো অনেক সহজ কাজ। আপনি রাজী হয়ে যান মহারাজ। নিজেকে আর আমাদের সবাইকে বাঁচান। দোহাই আপনার!

www.pathagar.com

রাজা আর করবেন কি ? অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি বললেন—ঠিক আছে। আমি রাজী। আপনারা এখন দেখুন মেয়েটাকে রাজী করাতে পারেন কিনা। মেয়ে রাজী না হলে বিয়ে দেবেন কি করে ?

সবাই এবার রাজকন্যা স্বপ্নাকে রাজী করানোর কাজে লেগে গেলেন। একটা ব্যাঙকে বিয়ে করতে হবে শুনে রাজকন্যা স্বপ্নার সে কি রাগ! সে শুধু ছিঃ-ছিঃ আর দূর-দূর করতে লাগলো। কিন্তু সকলেই নাছোড় বান্দা! রাজী হওয়ার জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

রাজকন্যা বিপদে পড়ে গেল। মাঝরাতে রাজপুত্র আলম দেখা করতে এলে রাজকন্যা বললো—আলম আমার মহাবিপদ। সবাই আমাকে একটা ব্যাঙের সাথে বিয়ে দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। আমাকে রাজী হতে বলছে সবাই। আমি রাজী হলেই নাকি ঐ ব্যাঙটা ঐ দৈত্যটাকে মেরে ফেলবে। কি করি আমি এখন ?

রাজপুত্র আলম মুচকি হেসে বললো—তুমি রাজী হয়ে যাও। রাজী না হলে সবাই তোমরা ঐ দৈত্যের পেটে যাবে। রাজী না হয়ে করবে কি ?

রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে বললো—কিন্তু আমি যে তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তোমাকে তাহলে আমি পাবো কি করে ?

রাজপুত্র বললো—পাবে-পাবে। ঐ ব্যাঙকে বিয়ে করলেই তুমি আমাকে পাবে।

দরবেশের নিষেধ আছে। তাই, সে নিজেই যে ঐ ব্যাঙ হয়ে আছে—একথা রাজকন্যাকে বলতে পারলো না। তার কথা শুনে রাজকন্যা বললো—সে কি! তা পাবো কি করে ? বিয়ে হবে ব্যাঙের সাথে আর তোমাকে পাবে—এ কেমন কথা ?

রাজপুত্র বললো—কেন পাবে না ? ওটাতো আসলেই একটা ব্যাঙ। মানুষ নয়। তোমাকে নিয়ে ব্যাঙটা কি করবে ? ব্যাঙ ঘর করে ব্যাঙকে নিয়ে। মানুষকে নিয়ে কি তার ঘর করা সম্ভব ? আমি চাইলেই সে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে দিবে।

রাজকুমারী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। রাজপুত্র ফের বললো—এছাড়া বুঝতে পারছো না কেন ? তুমি রাজী না হলে, ঐ দৈত্যটা তোমাকে আর তোমাদের সবাইকে খেয়ে ফেলবে। তোমাকে যদি খেয়েই ফেলে, তাহলে তুমিই বা কোথায় আর আমাকে পাবেই বা কি ?

রাজকন্যা কথাটা বুঝতে পারলো। বুঝতে পেরে বললো—তাইতো তুমি তো ঠিক কথাই বলেছো। আচ্ছা আমি রাজী। তুমি কিন্তু অবশ্যই আমাকে চেয়ে নিবে ব্যাঙের কাছ থেকে।

রাজপুত্র বললো—নিশ্চয়ই। এটা কি ভুল করি আমি ?

ব্যাঙকে বিয়ে করতে রাজকন্যা রাজী আছে শুনে সকলের মনে অনেক খানি আশা ফিরে এলো। রাজাও খুশী হলেন। রাজার হুকুম নিয়ে ব্যাঙটা এবার দৈত্য মারতে রওনা হলো।

www.pathagar.com

ব্যাঙ মারবে দৈত্য—এ নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। তাই, ব্যাঙটা গিয়ে কি করে তা দেখার জন্যে তারা চুপি চুপি তার পেছনে গেল আর গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। সবাই তারা ভাবতে লাগলো, কাছে গেলেই ব্যাঙটাকে পায়ের তলে পিষে মারবে দৈত্যটা।

কিন্তু তাদের সব ভাবনা মিথ্যা হয়ে গেলো। তারা অবাক হয়ে দেখলো, ব্যাঙটা লাফিয়ে উঠে জোরে একটা লাথি মারলো দৈত্যটার মাথায়। সংগে সংগে দৈত্যটার মাথা গুঁড়ো হয়ে গেল। দৈত্যটার মাথার সমস্ত ঘেলু বৃষ্টির মতো ছিটকে পড়লো চারদিকে। সবার কাছে মনে হলো, ব্যাঙের লাথি নয়, যেন একটা গোটা পাহাড় এসে লাফিয়ে পড়লো দৈত্যটার মাথার উপর। এমন হলে দৈত্যটা কি আর বাঁচে ? ছানা-ভর্তা হয়ে দৈত্যটার মাথা মিশে গেল মাটির সাথে আর সংগে সংগে মরে গেল দৈত্যটা।

ধন্য ধন্য রব উঠলো চারদিকে। সাবাস-সাবাস করতে লাগলো সবাই। দৈত্যটা মারা যাওয়ায় রাজ্যময় আনন্দের ফোয়ারা ছুটতে লাগলো। খবর শুনে রাজা ও তাঁর দরবারের সকল লোক ছুটে এলেন দৈত্যটাকে দেখতে। তাঁরা এসে দেখলেন, দৈত্যের মাথাটা মিশে গেছে মাটির সাথে আর তার বিশাল মরা দেহটা পড়ে আছে শাটপাট হয়ে। এটা দেখার পর তাঁদের সেকি আনন্দ!

ঘরে ফিরে এসেই মহা ধুমধামে ব্যাঙটার সাথে রাজকন্যার বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু করলেন রাজা। সকলের মনেই আনন্দ আর ধরেনা। কিন্তু আনন্দ নেই একমাত্র রাজকন্যার মনে। তার শুধুই চিন্তা—রাজপুত্র আলমকে সে সত্যি সত্যিই পাবে তো ?

www.pathagar.com

যথা নিয়মে হয়ে গেল বিয়ে। এবার রাজকন্যাকে এনে ব্যাঙটার পাশে দাঁড় করাতেই আবার সকলের হুশবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। বেহুশের মতো হয়ে সবাই দেখলেন—ব্যাঙটা তর তর করে লম্বা হয়ে সুন্দর এক রাজপুত্র হয়ে গেল। অত্যন্ত সুন্দর এক রাজপুত্র। রাজকন্যা স্বপ্না তাজ্জব হয়ে দেখলো, ব্যাঙ নয়, তার পাশে রাজপুত্র আলমচাঁদ দাঁড়িয়ে। রাজকন্যা মহানন্দে বললো—একি আলম তুমি ! ব্যাঙটা গেল কৈ ?

রাজপুত্র আলমচাঁদ হাসি মুখে বললো—আমিই তো ঐ ব্যাঙ স্বপ্না। এক মহান দরবেশের নিষেধ অমান্য করার পাপে আমি ব্যাঙ হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার সাথে আমার বিয়ে হওয়ায় সে পাপ থেকে আমি খালাস পেয়ে গেলাম। ব্যাঙ হয়ে থাকা থেকে আমি চিরতরে মুক্ত হয়ে গেলাম।

এরপর সকল ঘটনা খুলে বললো রাজপুত্র আলম।

শুনে সকলে যেমনই অবাক হলো তেমনই খুশী হলো আবার। রাজা আর রাজরাণীর আনন্দ তখন দেখে কে ? তাঁরা পরম আদরে মেয়ে জামাইকে ঘরে তুলে নিলেন। রাজকন্যা স্বপ্নার আনন্দের কথা বলেই আর শেষ করা যাবে না। আনন্দে আকুল হয়ে সে কেবলই বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

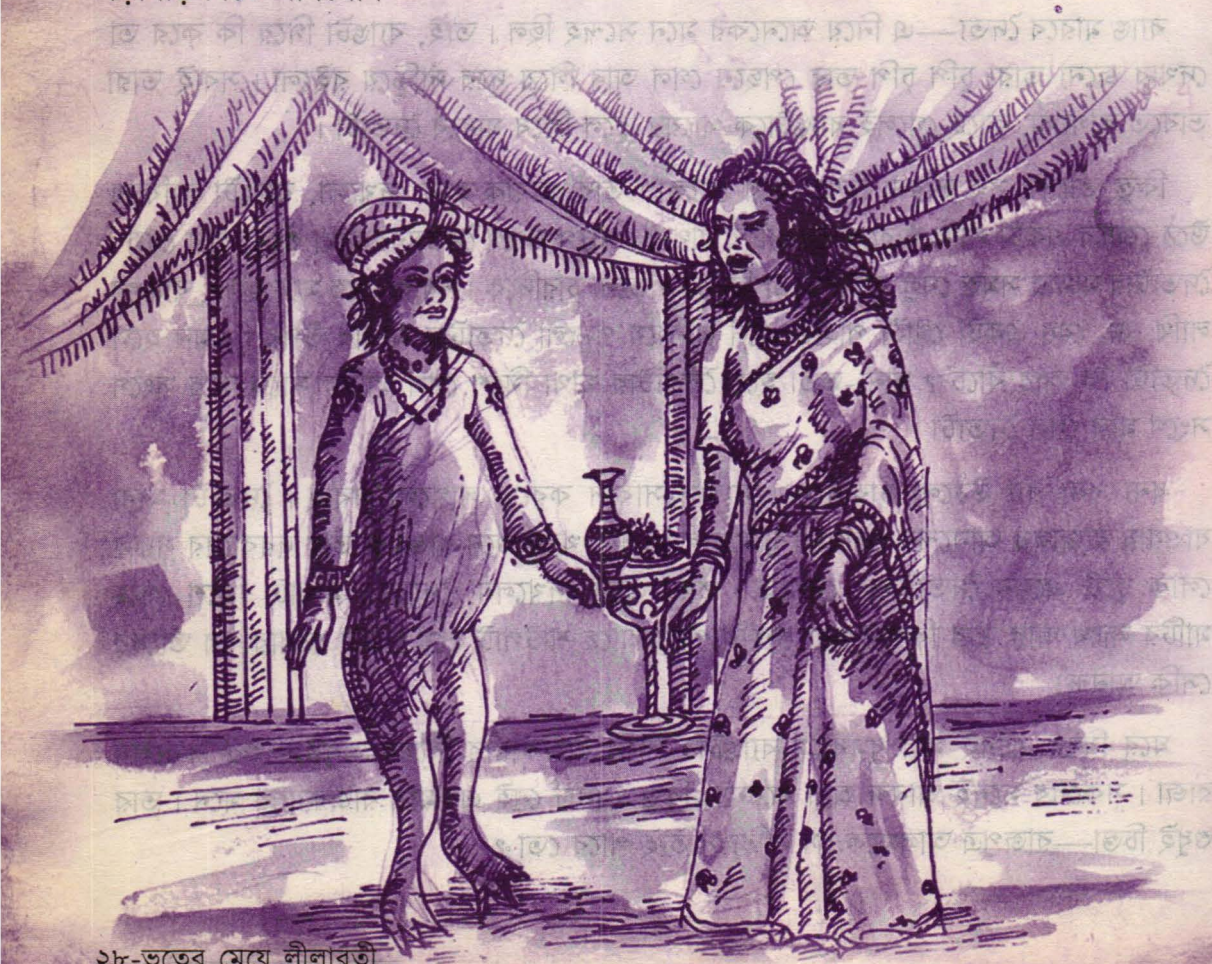

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু শিশু-কিশোর সাহিত্য

- সত্যের সেনানী (২) –এ.কে.এম. নাজির আহমদ
- খাদিজাতুল কোবরা –মায়েল খায়রাবাদী
- হযরত ফাতিমা যোহরা –কাজী আবুল হোসেন
- মানুষের কাহিনী –আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই
- দোয়েল পাখির গান –জাকির আবু জাফর
- ফুলে ফুলে দুলে দুলে – "
- এক রাখালের গল্প – "
- আকাশের ওপারে আকাশ – "
- দুষ্টু ছেলে "
- মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে –বদরে আলম
- চরিত্র মাধুর্য – "
- তিনশ বছর ঘুমিয়ে – "
- হূল – "
- কুচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা – "
- হারানো মুক্তার হার – "
- পড়তে পড়তে অনেক জানা –আবদুল মান্নান তালিব
- মা আমার মা – "
- কে রাজা – "
- মানুষ এলো কোথায় থেকে – "
- এসো নামায শিখি –মুফতী আবদুল মান্নান
- জোসনা মাখা চাঁদ –সাজ্জাদ হোসাইন খান
- তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে –খলিলুর রহমান মুমিন
- আধুনিক রূপকথা –আনোয়ার হোসেন লালন
- ভিন গ্রহের বন্ধু –আসাদ বিন হাফিজ
- কচি কাঁচার ছড়া –হাসান আলীম
- পরীরাজ্যের রাজকন্যা –শফীউদ্দীন সরদার
- রাজার ছেলে কবিরাজ – "

www.pathagar.com